হুজুর (আইঃ) - একজন আদর্শ স্বামী

হযরত সায়্যিদা আমাতুল সুবুহ বেগম সাহিবা (হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আইঃ) এর সম্মানিত স্ত্রী)

আল্লাহর বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামাত খিলাফতের শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। বর্তমানে আমরা পঞ্চম খিলাফতের স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছি। আল্লাহপাক আমার স্বামী হযরত মির্যা মাসরুর আহমদকে মসীহ মাউদ(আঃ) এর পঞ্চম খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের সদর সাহেব আমাকে লিখেছেন যে খিলাফতের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তারা 'তাশহিযুল আযান' সাময়িকীতে খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) সম্বন্ধে লিখবেন। এজন্য তিনি আমাকে 'একজন আদর্শ স্বামী' হিসেবে হুজুর সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেন। তাই আমি এখানে তাঁর চরিত্রের কিছু দিক এবং খিলাফতের পূর্বের কিছু ঘটনা লিখছি।

সাংসারিক কাজে পূর্ণ সহযোগিতা

খিলাফতের পূর্বেও হুজুর আহমদীয়াতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি দিন-রাত জামাতের কাজেই রত থাকতেন। কিন্তু জামাতের শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ঘরের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন।

১৯৭৭ সালে নুসরাত জাহান পরিকল্পনার অধীনে তিনি আহমদী জামাতের একটি প্রাইমারী স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আমরা যখন ঘানাতে যাই তখন সেখানে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ও অনাবৃষ্টির জন্য প্রচন্ড খরা চলছিল। ঘানার পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

হুজুরের চরিত্রের একটি দিককে আমি অত্যন্ত সম্মান করি, সেটি হল তিনি কখনো স্বার্থপরতা দেখাননি। তাঁর অনেক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধ্যমত আমার ও বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছেন। একজন ওয়াকফে জীন্দেগীকে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য তার স্ত্রীকেও অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়। বিশেষভাবে জামাত থেকে দয়া করে ওয়াকফে জিন্দেগীদের যে ভাতা দেয়া হয়; স্বামী যদি স্ত্রীকে ঘর চালাতে সাহায্য না করেন তাহলে স্ত্রীর জন্য একা সবকিছু পরিচালনা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে যায়।

আমি অনেক ঘরে দেখেছি যে স্বামীর জন্য বিশেষ খাবার রান্না করা হয় এবং তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তার খাওয়া হলে যা থেকে যায় সেগুলো খায়। কিন্তু হুজুর কখনো এরকম করেন নি। তাই একদিকে হুজুরের প্রতি আমার সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিক আমি অবাক হই যে কিছু মানুষ রয়েছে যারা জীবনকে ওয়াকফ করেছে; কিন্তু তারা নিজের ঘরের ব্যাপারে কোনরকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। বরং তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে আত্মত্যাগ দাবি করে।

হুজুর উত্তর ঘানার তামালে শহরে আহমদীয়া কৃষি খামারের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি ঘানার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গম উৎপাদন করতে সক্ষম হন। তামালে উত্তর ঘানার রাজধানী। আমরা সেখানে দুই বছর ছিলাম। বীজ বপন ও ফসল তোলার সময় হুজুর মাঝে মাঝে কয়েক দিন গ্রামের কুড়েঘরে বাস করতেন। সে সময় তিনি হাসিমুখে বিভিন্ন সমস্যা সহ্য করতেন।

হুজুর ঘরের কাজেও তাঁর সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করতেন। তিনি বাইরে থেকে পানিও নিয়ে আসতেন। ঘানাতে পানির স্বল্পতা ছিল। আমাদের ঘরের বাইরে একটি ট্যাংকি ছিল। যেখানে পানি রাখা হতো। রান্নাঘর ও বাথরুমে পানির বড় ড্রাম রাখা ছিল। প্রতিদিন ফযরের নামাযের পর হুজুর সেগুলো নিজেই ভরিয়ে রাখতেন। তার যতোই ব্যস্ততা থাকুক না কেন তিনি কখনো আমাকে পানির ড্রামে পানি রাখতে বলেন নি। আমি অসুস্হ থাকলে তিনি রান্নার দায়িত্বও নিয়ে নিতেন। হুজুর আমাদের সন্তানকে কোরআন শরীফ শেখানোয় আমাকে সাহায্য করতেন।

আল্লাহর উপর বিশ্বাস

তামালে শহরে পৌছানোর কিছু সময় পর সেখানে হাসপাতালের ডাক্তারদের ধর্মঘট শুরু হয়। ডাক্তাররা কেবল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করবে। আমাদের ছেলে ওয়াকাসের যখন মাত্র দুই দিন বয়স তখন তার মারাত্মক ডায়রিয়া শুরু হয়। নতুন পরিবেশ, অপর্যাপ্ত মেডিকেল সেবা, ডাক্তারদের ধর্মঘট সব মিলিয়ে পরিস্হিতি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাময় ছিল। এত ছোট বাচ্চার কষ্ট দেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমাদের মেয়ে ফারাহ তখন ছোট ছিল। পাকিস্তান থেকে তার জন্য কিছু ঔষুধ আনা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর মাত্রা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, যেগুলো ডাক্তাররা কখনো তাকে দিবেন না। কিন্তু আমরা সে সময় অনেক দুশ্চিন্তাগ্রস্হ ছিলাম।

তাই আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ও দোয়া করে, হুজুর ডান হাতের এক আঙ্গুল ঔষুধে চুবিয়ে ওয়াকাস কে দুবার খাওয়ান। সে সময় ওয়াকাস ডায়রিয়ার কারণে খুবই দুর্বল ছিল এবং দুধও খাচ্ছিল না। হুজুর বলেন যে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কি সেটি কেউ জানে না, কিন্তু আমাদের এই দুঃখ থাকবে না যে আমরা কোন ঔষুধ চেষ্টা করিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াকাসের অবস্হার উন্নতি হয় এবং আল্লাহপাক অলৌকিকভাবে তাকে সুস্হ করে দেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বাচ্চারা যখনই অসুস্হ হতো , হুজুর সকল উপায়ে আমাকে সাহায্য করতেন। জামাতের মিটিং এর সময় যখন পুরুষরা আমাদের বাসায় আসতেন তখন তিনিই বাচ্চাদের খাবার বোতল পরিষ্কার করে দিতেন। কারণ রান্নাঘরে যেতে হলে আমাকে মিটিং এর সময় পুরুষদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

হুজুরের প্রতি খলিফাতুল মসীহ রাবে(রেঃ) এর দয়া

খলিফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) হুজুরকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তিনি হুজুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। আমরা যখন ঘানাতে ছিলাম তখন হুজুরের বাবা-মা ইউএসএ তে তাদের বড় ছেলের (হযরত মির্যা মাগফুর আহমদ, হুজুরের বড় ভাই) বাসায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। সে সময় হুজুর খলিফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) এর কাছ থেকে নিজ হাতে লেখা একটি চিঠি পান। চিঠিতে তিনি লিখেন "আমার প্রিয় ভাই-বোন (হুজুরের বাবা-মা) এখন আমেরিকা ভ্রমণ করছে। হয়ত তারা আমার ওয়াকফে জীন্দেগী ছেলের কথা ভুলে গিয়েছে এবং তার কথা হয়ত তাদের মনেই হয়না। সে আফ্রিকার জঙ্গলে তার ধর্মের সেবা করে চলেছে। কিন্তু আমার এই সাহসী ছেলে আমার অত্যন্ত প্রিয়। "

এই চিঠি থেকে বুঝা যায় খলিফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) হুজুরকে কতটা ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন।

একত্ববাদের মহৎ শিক্ষা

আমাদের সন্তানরা যখন বড় হয় তখন আমরা আফ্রিকার একটি খৃষ্টান স্কুলে তাদের ভর্তি করাই যেখানে খৃষ্ট ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। হুজুর তাদেরকে বলে দেন যে যদি তাদেরকে এমন কোন কথা বলতে বলা হয়, যেখানে ঈসা(আঃ) কে খোদা বলা হচ্ছে তারা যেন সেরকম কোন কথা না বলে। সকালের সমাবেশের সময় এরকম গান গাওয়া হয়ে থাকে।

স্কুলের প্রথম দিন শেষে সন্তানরা বাসায় এসে জানায় যে তাদেরকে বেত দিয়ে মারা হয়েছে। কারণ তারা সমাবেশে শিরকের পক্ষে গান গায়নি। হুজুর তাদেরকে সাহস দেন ও বলেন যাই হোক না কেন তারা যেন এসব গান না গায়। তিন দিন ধরে তাদের উপর এরকম শাস্তি চলতে থাকে। চতুর্থ দিন হুজুর নিজে স্কুলে যান ও প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন। হুজুর তাকে বলেন "আমরা মুসলমান এবং আমরা এক খোদায় বিশ্বাসী। আমরা ঈসা(আঃ) কে আল্লাহর নবী মনে করি, খোদা মনে করি না। এজন্য আমার সন্তানরা সমাবেশে এসব গান গাইতে পারবে না। "

প্রধান শিক্ষক বলেন "এখানে বাইবেল শিক্ষা একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। আপনার সন্তানরা যদি এটি না পড়ে তাহলে তারা ফেল করবে। "

হুজুর বলেন "যখনই এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসবে আমার সন্তানরা লিখবে যে খৃষ্টানদের মতে বিষয়টি হল এরকম..".

এরপর প্রধান শিক্ষক আমাদের সন্তানদের সমাবেশে গান না গাওয়ার অনুমতি দেন। হুজুর অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে বিষয়টির সমাধান করেন। এটিই হল তাওহীদের প্রথম শিক্ষা যেটি হুজুর সন্তানদের শিক্ষা দিয়েছেন।

শরীয়তের প্রতি আনুগত্য

ঘানাতে আমাদের একজন কর্ণেল প্রতিবেশি ছিলেন। একদিন তিনি এক বোতল মদ আমাদের ফ্রিজে রাখার জন্য পাঠান। হুজুর সেটি রাখতে সম্মত হন না। এতে সেই কর্ণেল অত্যন্ত রাগান্তিত বাসায় আসেন এবং আমাদের দরজায় জোরে নক করতে থাকেন। হুজুর দরজা খুলে তাকে ভেতরে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন যে তার রাগান্বিত হবার কারণ কি। তিনি হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন যে একটি বন্ধ মদের বোতল ফ্রিজে রাখলে

কিইবা ক্ষতি হবে। হুজুর বলেন “আমাদের মহানবী(সাঃ) বলেছেন যে মদ পান করে, সরবরাহ করে, তৈরী করে, মজুদ করে এবং বিক্রি করে সকলেই জাহান্নামী। তাই এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আমি কি জাহান্নামীদের একজন হইতে চাইব? অবশ্যই নয়। ” হুজুরের কথা শুনে কর্ণেলের রাগ কমে যায় এবং তিনি ক্ষমা চেয়ে চলে যান।

হুজুরের একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি সবকিছু নীরবে লক্ষ্য করেন এবং এরপর দৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। একজন শিক্ষক তাকে বলেছিলেন “তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি চুপচাপ বসে আছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি সবকিছুই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছ। ” হুজুরের চেহারার অভিব্যক্তি দেখে কেউ বুঝতে পারে না কিন্তু হুজুর নীরবে তার সকল আত্মীয়দের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং এখনও রেখে চলছেন।

যদি আমি কোন বিষয়ে চিন্তিত হই তাহলে হুজুর আমাকে বলেন যে ধৈর্য্য ধরুন ও দোয়া করুন এবং তাহলে আমি আল্লাহপাকের দয়া নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারব। যখনই আমি কোন সমস্যায় পড়েছি তিনি আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। তিনি কখনো আমাকে বলেন নি যে তুমি ভুল ছিলে। তিনি কখনো কারো উপর রাগ করে থাকেন না। কেউ যদি তাকে কষ্ট দিত তিনি তখন নিচের লাইনটি বলতেন “তোমাকে ভালবেসে কি আমিও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হব?”

খিলাফতের প্রতি আনুগত্য

হুজুরের চরিত্রে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য গভীরভাবে প্রথিত। হুজুর খলীফার সামান্য ইঙ্গিতকেও অবশ্য পালনীয় আদেশ বলে মনে করতেন। খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ)’র প্রতি তার অপরিসীম ভালবাসা ও ভক্তি ছিল। একইভাবে খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) হুজুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) জানতেন যে হুজুর ছোটবেলা থেকেই পরোটা খেতে পছন্দ করতেন। সকলেই জানেন যে ঘানার অর্থনৈতিক অবস্হা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সেই প্রেক্ষিতে খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) তাকে চিঠিতে লিখেন “ একমাত্র আল্লাহই জানেন মাসরুর পরোটা ভাজার জন্য তেল পাচ্ছে কিনা। ”

উত্তরে হুজুর লিখেন “এখানে খাবার জন্য আনারস, কলা ও মানডারিন রয়েছে। ”

খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) লিখেন “তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। আনারস খুবই ব্যয়বহুল। ”

হযরত সায়্যিদা মেহের আপা সাহিবা হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন “ঘানাতে তোমাদের কি রয়েছে?” হুজুর উত্তরে বলেন “মহান আল্লাহতালা’র অনুগ্রহ।”

আমার মেয়ে ফারাহ’র যখন গল ব্লাডার অপারেশন হয় তখন আমরা তাদের দুই সন্তানের দেখাশোনা করি। হুজুর তার নাতী মানসূরকে ব্যস্ত রাখার জন্য তার সাথে কয়েক ঘন্টা হাটতেন।

কাদিয়ান সফর

১৯৯১ সালে আমরা কাদিয়ান যাবার পরিকল্পনা করি। আমাদের সাথে আমার বাবা-মা, আমার ভাই, আমার খালা ও দাদী যাবেন। হুজুর নিজেই আমার খালা ও দাদীর দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। হুজুর আমাদের লাগেজ প্যাক করতে সাহায্য করেন। সফরের সময় হুজুর আমার বয়োজেষ্ঠ্য আত্মীয়দের সুবিধা অসুবিধার প্রতি গভীর লক্ষ্য রাখেন।

খলীফাতুল মসীহর প্রতি সম্মান

হুজুর খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) কে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসতেন। একবার ফোনে কথা বলার সময় তাঁর মাথা একটু ঝুঁকে যাচ্ছিল। একজন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে ফোনে তিনি কার সাথে কথা বলছিলেন। হুজুর বলেন যে তিনি খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ)’র সাথে কথা বলছিলেন।

খলীফাতুল মসীহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য

সকল বিষয়েই হুজুর খলীফাতুল মসীহ’র নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতেন। তিনি খলীফার নির্দেশের সামান্য ব্যত্যয়ও মেনে নিতেন না। যখন খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) অসুস্হ ছিলেন তখন তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য কারো আসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটে এবং জামাতের সকল সদস্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্হ হয়ে পড়ে। তখন মির্যা সাফীর আহমেদ সাহেব হুজুরকে ফোন করে বলেন যে খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) এর শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং এ সময় তার এখানে আসাই প্রজ্ঞাসম্পন্ন কাজ হবে। তাই হুজুর লন্ডনে এসে খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) এর সাথে দেখা করেন।

হুজুরকে দেখে খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কেন এখানে এসেছেন। হুজুর বলেন "জামাতের সকল সদস্য আপনার জন্য দুশ্চিন্তা করছে, তাই আমি আপনার স্বাস্থ্যের খবর নিতে এসেছি। " খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) হুজুরকে বলেন যে "এখন পরিস্থিতি হল তোমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।"

হুজুর বলেন "ঠিক আছে, আমি এখনই ফিরতি টিকেট বুক করছি। "

এরপর খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) মির্যা সাফীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন "সে (হুজুর) আমার প্রতি এতই অনুগত যে আমার অনুমতি ছাড়া তার এখানে আসার কথা নয়। তাই সে এখানে কিভাবে আসল? "

সাফীর সাহেব উত্তরে বলেন যে তিনি তাকে ফোনে এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন।

তার উত্তর শুনে খলীফাতুল মসীহ রাবে(রঃ) আশ্বস্ত হন। তিনি তার এই সন্তানের কাছ থেকে যেরকম আনুগত্য আশা করেছিলেন তার মাঝে এখনো সেরকম আনুগত্যই আছে।

হুজুরের খিলাফতের পর একবার আমি প্রচন্ড মাইগ্রেনের ব্যাথায় অসুস্হ হয়ে পড়ি। তখন হুজুর সকালে নিজেই আমার জন্য প্রথমে নাস্তা তৈরি করতেন এবং এরপর নিজের জন্য তৈরী করতেন, তারপর অফিসে যেতেন। এখনও এত ব্যস্ত সময়ের মাঝেও হুজুর ফুলগাছ লাগান, গাছের পাতা ছেটে দেন এবং অন্যান্য কাজ করে থাকেন।

আমার মনে যেসব ঘটনা এসেছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো বলার চেষ্টা করেছি। আমি এই দোয়া করে শেষ করতে চাই – আল্লাহপাক আমাকে ও আমার বংশধরদের সবসময় খিলাফতের প্রতি অনুগত থাকার এবং প্রতিশ্রুত মসীহ(আঃ) এর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য খলীফাকে সাহায্য করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহপাক হুজুরকে অসীম বরকত দিন এবং তার খিলাফতে জামাত যেন প্রতিনিয়ত উন্নতির নতুন শীখরে পৌঁছাতে পারে। আল্লাহপাক প্রতিশ্রুত মসীহ(আঃ) কে যেই ইলহাম করেছিলেন "আমি তোমার এবং তোমার পরিবারের সাথে আছি"- এটি যেন তার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বংশধরদের জন্যও প্রযোজ্য হয়- আমীন।

[সুত্রঃ The Review of Religion, May 2018 edition.]

[অনুবাদকঃ জনাব, নুরে কাওসার রিফাত]